বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানঃ মৌজা - কালাসাদক, ইউনিয়ন - ১নং ইসলামপুর পশ্চিম ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা - কোম্পানীগঞ্জ

জেলা - সিলেট

আর্থিক সহযোগিতায় ঃ বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

জানুয়ারী, ২০২৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

১. **ভূমিকা:** বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে বাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, লজিস্টিক জটিলতা কমানো এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্য সুবিধার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ, যা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে কৌশলগত বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ (বিআরসিপি-১) গ্রহন করেন। এই প্রকল্পের অন্যতম অংশ হচ্ছে ভারত ও ভুটানের সহিত অতি প্রয়োজনীয় বানিজ্যিক সুবিধা বাড়ানোর জন্য মূল ভুমিকা পালনকারী স্থলবন্দর সমুহের অবকাঠামো উন্নয়ন। সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ভোলাগঞ্জে নতুন স্থলবন্দর হিসেবে উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য এই পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে। বাংলাদেশ-ভারত জিরো লাইন বরাবর অবস্থিত সীমান্ত হাট ব্যতিত ৫২.৩০ একর অকৃষি ও পতিত খাস জমিতে ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পর্যায়ে জিরো লাইন থেকে ১৫০ গজ বাদ দিয়ে ২৫.০০ একর জায়গার মধ্যে উক্ত উন্নযন কাজ সম্পন্ন করা হবে। উক্ত জায়গার মধ্যে ১৫টি আবাসিক ও বানিজ্যিক স্থাপনা ও ৪৭টি গাছ অবস্থিত। তাদের ক্ষতিপুরণ নির্ধারণ ও পুরণের জন্য আলাদা জীবিকা সহায়তা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য সৃষ্ট পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবগুলো সহনীয় ও কম সময়ের জন্য অনুভূত হবে যা শুধুমাত্র নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। তাই বিশ্বব্যাংকের OP/BP 4.01 পরিবেশগত প্রভাব নিরীক্ষা নীতি ও OP/BP 4.12 অনৈচ্ছিক নিস্পত্তি (ক্ষতিপূরণ যোগ্য) নীতি প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এখানে কোন জমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন নেই। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রচলিত সরকারী পরিবেশ বিধি ও বিশ্বব্যাংকের নির্দেশিকা মেনে টেকসই প্রকল্প উন্নয়ন। সহনীয় ও কম সময়ের জন্য সৃষ্ট প্রভাব সমুহ নির্মাণ ঠিকাদার কর্তৃক প্রশমিত হবে এছাড়াও দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব গুলিরও মূল্যায়ন করা হবে যা স্থলবন্দর নির্মাণ ও কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে প্রশমিত করা হবে।

২. **নীতি, আইনি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো:** পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ, ১৯৯৫) বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রধান আইনগত কাঠামো। এই আইনের আধিনে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সাথে পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর) ১৯৯৭, ২০১০ সালে সংশোধিত এবং পরবর্তীতে ৫ই মার্চ ২০২৩-এ পূন-সংশোধিত আইন অনুসরণ করে প্রকল্পটি শুরু করার আগে প্রস্তাবিত প্রকল্পকে পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে হবে। ইসিআর ২০২৩ অনুসারে পরিবেশগত অনুমোদনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে (সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল) শ্রেণীবদ্ধ করে। প্রকল্প কতৃপক্ষ ইতোমধ্যে প্রকল্পটি 'কমলা' হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে নিয়ম অনুযায়ী অবস্থানগত ছাড়পত্র পেয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিবেশ মূল্যায়ন (ওপি/বিপি ৪.০১) (Environmental Assessment (OP/BP 4.01) এবং OP/BP 4.12 অনৈচ্ছিক নিস্পত্তি (ক্ষতিপূরণ যোগ্য) নীতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যদিও এই প্রকল্পে কোন জমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন পড়বে না কিন্তু প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য কিছু অস্থায়ী স্থাপনা ও জীবিকার উপর ক্ষনস্থায়ী প্রভাব পড়বে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বা ব্যক্তিবর্গ তাদের জীবন মান উন্নয়নের (কমপক্ষে প্রকল্প শুরুর আগের অবস্থায় ফেরত) জন্য আর্থিক সহায়তা পাবে। যেহেতু বেশীরভাগ প্রভাব ঐ স্থানে নির্দিষ্ট এবং আদর্শ প্রশমন ব্যবস্থার মাধ্যমে হ্রাস করা সম্ভব, তাই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী 'খ শ্রেনী' এর আওতায় পরে। ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দরের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ইএসআইএ) প্রতিবেদনটি বিশ্বব্যাংকের নীতি মেনে তৈরি করা হয়েছে এবং বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের নীতি অনুযায়ী স্টেকহোল্ডার এবং সর্বসাধারণের সাথে গত মার্চ ০৪, ১৯, ২০ ও জুন ২০, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি সাধারণের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।

৩. **প্রকল্পের বর্ণনা:** গত জুলাই ২০১৯ তারিখে ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই স্থল বন্দরে এখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি অস্থায়ী সেমী পাকা টিন শেড শুল্ক (কাস্টম) স্টেশন ছাড়া কোন ধরণের স্থাপনা নেই। এই কাস্টম স্টেশন প্রতিদিন ভারত থেকে আমদানিকৃত পাথর ভর্তি ৫০০ ট্রাক কোন রকম ওজন নির্ধারণ ব্যতিরেকে পরিচালনা করে। এই আমদানিকৃত সাস্ত্রীর মধ্যে লাইম ষ্টোন (৫০% এর অধিক) বাকী সামগ্রীর মধ্যে পাথর, বোল্ডার ও অন্যান্য পদার্থ থাকে। অবকাঠামো সুবিধাদি ও ব্যাংকিং ব্যাবস্থাপনার অনুপস্থিতির কারণে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তথা রাজস্ব আয় কম হচ্ছে। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সরকার থেকে ৫২.৩০ একর পতিত খাস জমি (যার মালিকানা বাংলাদেশ সরকার, যেখানে অন্য কারো মালিকানা স্বত্ব নেই) দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত নেয়ার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে তার নিজস্ব জমি ব্যবহারের জন্য সর্তসাপেক্ষে বন্দোবস্ত দিতে পারে। নিয়ম

অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সরকারের সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করলে উক্ত মন্ত্রণালয় একটি চিঠির মাধ্যমে উক্ত জায়গায় ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দর উন্নয়নের অনুমতি প্রদান করেন। এই জায়গাটা জিরো লাইনের সাথেই অবস্থিত। এই পর্যায়ে প্রস্তাবিত স্থল বন্দর উন্নয়ন কার্যক্রম জিরো লাইন থেকে ১৫০ গজের বাইরে থাকবে।

গত ২০০৯ ইং সাল থেকে ভোলাগঞ্জ কাস্টম স্টেশন এই রাস্তা দিয়ে তার আমদানি কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে সিলেট থেকে ভোলাগঞ্জের দুরত্ব ও সড়কপথ উন্নয়নের কারণে আমদানিকৃত মালামাল বহনকারী ট্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ সরকার জুলাই ২০১৯ তারিখে ভোলাগঞ্জ কাস্টম স্টেশনকে ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দর হিসেবে ঘোষণা করে। ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দরে নিম্নে বর্ণিত সুবিধা সমুহ উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষকে অর্থায়ন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। প্রস্তাবিত সুবিধা সমুহঃ

- **বন্দর সুবিধা সমুহঃ** প্রশাসনিক ভবন, যাত্রী টার্মিনাল ভবন, ওয়ার হাউস, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ড, জেনারেটর ভবন, ট্রার্ক পার্কিং এরিয়া।
- **সেবা দানকারী এলাকাঃ** বিশ্রামাগার, আবাসিক ভবন, খাবার রেস্তোরা ও স্টেশনারি দোকান, জেনারেটর, টয়লেট সুবিধা, ওয়ে ব্রীজ, প্রশস্ত পার্কিং এলাকা, হাসপাতাল ও মসজিদ।
- **অবকাঠামো সুবিধাঃ** সুরক্ষিত সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীন সড়ক ও ড্রেইন নেটওয়ার্ক, পায়ে চলা পথ, ল্যান্ডস্কেপিং, সীমানা প্রাচীর ও পায়ে চলা পথ বরাবর বৃক্ষ রোপণ।
- **বিদ্যুত সরবরাহ ব্যবস্থাঃ** বন্দর এলাকা, সীমানা প্রাচীর বরাবর, পায়ে চলা পথ বরাবর ও অভ্যন্তরীন সড়ক বরাবর আলোকিত করণ, সাব-স্টেশন নির্মাণ, ডিজেল জেনারেটর এবং সোলার পাওয়ার সিস্টেম নির্মাণ।
- **পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থাঃ** নিজস্ব গভীর নলকূপ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পাবলিক টয়লেট এরিয়া।
- **নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ** আগুন সুরক্ষা ও সনাক্তকরণ ব্যবস্থা, ওয়াচ টাওয়ার, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, সিসিটিভি ব্যবস্থা, অনুপ্রবেশকারী অ্যালার্ম ব্যবস্থা, পাকিং ব্যবস্থাপনা, প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং শারীরিক নিরাপত্তা।

অন্যান্য সুবিধার মধ্যে বন্দর এলাকার মধ্যে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা, নারীদের জন্য সংরক্ষিত বিশ্রাম কক্ষ, বিশেষ সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য ব্যবস্থা এবং সকল বন্দর ব্যবহারকারীদের নিবাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ। প্রস্তাবিত যাত্রী টার্মিনাল ভবনে নারী যাত্রীদের জন্য পৃথক কাউন্টার, বিশ্রাম কক্ষ, টয়লেট ব্যবস্থা, বিশেষ সুবিধা বঞ্চিতদের চলাচলের জন্য র‍্যাম্প এবং সুপেয় পানির ব্যবস্থা।

৪. **পরিবেশগত ও সামাজিক বেসলাইনঃ** প্রকল্প এলাকার জমি উচ্চ শ্রেনীর এবং সাধারনত পানিতে ডুবে যায় না। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রকল্প এলাকার উচ্চতা প্রায় ১৬.৭৭ মিটার। পিয়াইন নদী প্রকল্প এলাকার দক্ষিণে অবস্থিত হাইওয়ে থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দুরে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন পিয়াইন নদী ও প্রস্তাবিত স্থল বন্দর এলাকার মাঝে পর্যটন কমপ্লেক্স তৈরী করার পরিকল্পনা করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় দালান আইন ২০২০ অনুসারে, প্রকল্প এলাকাটি ভুমিকম্প তীব্রতা এলাকা-৪ এর অন্তর্গত যাহা অতি প্রখর তীব্র ভুমিকম্প এলাকা হিসেবে ধরা হয় যার প্রাথমিক তীব্রতা সহগ ০.৩৬ জি.।

প্রকল্প এলাকাটি উচ্চ জমি শ্রেণীর ও নিচু কিন্তু অগভীর, অকৃষি জমি দ্বারা বেষ্ঠিত সেখানে কোন সংরক্ষিত বনাঞ্চল নেই। প্রস্তাবিত স্থল বন্দরের জায়গা বন্যা মুক্ত ও জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মৃত্তিকা ও ভুমির প্রকৃতি ভারতের উত্তর ও পশ্চিম পাহাড়ী এলাকার মতোই। এই এলাকার পাহাড়গুলোর ব্যবচ্ছেদ করলে বিভিন্ন ধরণের পাথরের স্তর দেখা যায়। প্রকল্প এলাকার আসেপাশে কিছু স্থাপনা ও ৫.০০ কি.মি. দুরে কিছু জলাভূমি ও নদী অবস্থিত। সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ২৭৮.৫৫ বর্গকি.মি. এলাকা নিয়ে গঠিত যা ২৪°৫৮ ও ২৫°১১ উত্তর ল্যাটিচুড এবং ৯১°৪১ ও ৯১°৫৩ পূর্ব লংগিচুড এর মধ্যে অবস্থিত। এই উপজেলার উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে সিলৈট সদর উপজেলা, পূর্বে গোয়াইনঘাট উপজেলা ও পশ্চিমে ছাতক উপজেলা অবস্থিত। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বাংলাদেশের মধ্যে বৃহত্তম পাথর খনির এলাকা এবং ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর খনির এলাকা। বিভিন্ন প্রকার পরিবেশগত সম্পদ যেমন উদ্ভিদজগত ও প্রাণীজগতের বর্ণনা মূল প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে। এই স্থলবন্দরটির উন্নয়নের জন্য কোনও পাহাড় কাটা বা কোনও জলাভূমি ভরাটের প্রয়োজন হবে না।

বর্তমানে প্রস্তাবিত স্থল বন্দরের প্রান্ত সীমা থেকে ১৫০ গজ দুরে জিরো লাইনের উপর একটি সীমান্ত হাট নির্মাণ করা হয়েছিল যা বিগত সময়ে করোনা জনিত কারণে বন্ধ ছিল। এই সীমান্ত হাট জরাজীর্ণ অবস্থার ছিল যা সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে। উভয় দেশের প্রতিনিধি বৃন্দের উপস্থিতিতে সীমান্ত হাটের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয় এবং সপ্তাহে ২ দিন খোলা থাকে। স্থল বন্দর উন্নয়নের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে সীমান্ত হাটের কার্যক্রমে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। সীমান্ত হাটে চলাচলের জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে পায়ে চলা পথ নির্মাণ করা হবে এবং পর্যাপ্ত খোলা জায়গার ব্যবস্থা থাকবে।

পিয়াইন নদীর পাড়ে ও প্রস্তাবিত স্থল বন্দরের ডান পার্শ্বে (পূর্ব দিকে) একটি পর্যটন এলাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। পর্যটন এলাকার নান্দনিক সৌন্দয্য বজায় রাখা ও যে কোন প্রকার ঝুঁকি পুর্ণ দ্রব্যের নিঃসরণ রোধে আমদানি দ্রব্য বহনকারী ট্রাক সমুহকে বিদ্যমান সড়ক থেকে সরিয়ে স্থল বন্দরের ভিতর দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে। পর্যটন এলাকার উপর বন্দর কার্যক্রম চলাকালে সৃষ্ট ধূলিকণা ও শব্দ দুষণের প্রভাব কমাতে স্থল বন্দর এলাকার মধ্যে, বিদ্যমান সড়কের বাম পাশ বরাবর ঘন বৃক্ষাদি রোপণ করে বাফার জোন তেরী করা হবে।

প্রস্তাবিত স্থল বন্দরের দক্ষিন সীমানার বাইরে একটি আদর্শ গ্রাম প্রাইমারী বিদ্যালয় অবস্থিত। বিদ্যমান বিদ্যালয়ের সীমানায় স্থায়ী ও সুবক্ষিত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হবে। বিদ্যালয় এলাকার উপর বন্দর কার্যক্রম চলাকালে সৃষ্ট ধূলিকণা ও শব্দ দুষণের প্রভাব কমাতে উচ্চ সীমানা প্রাচীর ও স্থল বন্দর এলাকার মাঝে পর্যাপ্ত খালি জায়গা রাখা হবে, যেখানে বৃক্ষাদি রোপণ করে বাফার জোন তেরী করা হবে। নির্মাণ ও বন্দর কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে ছাত্র/ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য স্কুলের সামনে নির্দিষ্ট সিগন্যালিং ব্যবস্থা এবং স্কুল শুরু ও সমাপ্তির সময়ে সিগন্যাল ম্যান/আনসার নিয়োগ করা হবে।

প্রকল্প এলাকার মধ্যে অবস্থিত ১৫টি পরিবার তাদের অস্থায়ী বাসস্থানে বসবাস করছে। তাদের মধ্যে ১৩টি পুরুষ প্রধান পরিবার এবং ২টি নারী প্রধান পরিবার। এই পরিবার গুলোর মধ্যে ৮২ জন মানুষ আছে যার মধ্যে ৪৩ জন পুরুষ এবং ৩৯ জন নারী বসবাস করছে, তাদের গড় পরিবারের আকার ৫.৫। পরিবারের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যই দিনমজুর হিসেবে পাথর ভাঙ্গার মেশিনে কাজ করে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অন্যান্য পেশা যেমন চাকুরী ও ব্যবসায় জড়িত। পরিবারের অধিকাংশ নারীরা গৃহস্থলীর কাজে নিয়োজিত। পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত। পরিবার গুলো গ্রিডে চালিত বিদ্যুতের সংযোগ সুবিধাসহ সোলার পাওয়ার বিদ্যুত সুবিধা পেয়ে থাকে। প্রত্যেক পরিবার রিং স্ল্যাব স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার করছে। তাহারা পানীয় জল হিসেবে নলকূপের পানি ব্যবহার করছে। এই ভূমিহীন লোকগুলো একত্রিত হয়ে আশেপাশে অবস্থিত খাস জমির বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। এই কারণে তাহারা "ভোলাগঞ্জ আদর্শগ্রাম সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি" নামে স্থানীয় সংঘ তেরী করে। খাস জমি বন্দোবস্ত নেয়ার জন্য এই সংঘ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও স্থানীয় প্রশাসন (ইউএনও কোম্পানীগঞ্জ) এর সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত খাস জমির বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া চলমান আছে।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ঐতিহ্যগতভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এদের মধ্যে অনেকে তাদের জীবিকার মাধ্যম তৈরী পোষাক, গণপরিবহণ, এবং অন্যান্য শিল্পে পরিবর্তন করেছে। বাংলাদেশ সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত ভোলাগঞ্জ শুল্ক স্টেশন দিয়ে লাইমষ্টোন, বোল্ডার ও অন্যান্য পাথর আমদানি করে থাকে। পাথর ভাঙ্গা যন্ত্রের কার্যক্রমের উপর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বিপুল সংখ্যক আমদানিকারক ও শ্রমিকদের জীবিকা নির্ভর করে। এই উপজেলার মোট জনসংখা ১৭৪,০২৯ জন তার মধ্যে ৮৯,৬৪৯ জন পুরুষ এবং ৮৪,৩৮০ জন নারী।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১, ২০২২ এবং উপজেলা অফিস থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার জনসংখার ঘনত্ব পতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৮৭ জন (২০১১) ছিল। এই উপজেলার উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬। ইহার মধ্যে ২টি মহাবিদ্যালয়, ৪টি মাদ্রাসা, ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৪২টি কওউমি মাদ্রাসা। উপজেলা কম্পেক্স এলাকার মধ্যে ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৩টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র এবং ১টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক অবস্থিত। এই উপজেলায় পানীয় জলের উৎস নলকূপ হইতে ৭০.৬১%, ট্যাপ কল থেকে ০.৮৪%, পুকুর থেকে ১৫.২৪% এবং অন্যান্য মাধ্যম থেকে ১০.৩০%। এই উপজেলায় ১২.৫০% অগভীর নলকূপে আর্সেনিকের মাত্রা সহনীয় মাত্রার উর্ধে। এই উপজেলায় গড়ে ১১.৪৮% (শহর এলাকায় ৩৩.২০% ও গ্রাম্য এলাকায় ৯.১৬%) বসতবাড়ীতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহৃত হয়। প্রায় ৬০.৯৭% বসতবাড়ীতে নন-স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহৃত হয়। প্রায় ২৭.৫৪% বসতবাড়ীতে কোন ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।

৫. **স্টেকহোল্ডার বা জনসাধারণের পরামর্শ ও উহার প্রকাশনাঃ** গত ৪, ১৯ ও ২০ মার্চ, ২০২৩ তারিখে ১নং পশিচম ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, ভোলাগঞ্জ শুল্ক কর্মকর্তার অফিস, বিজিবি প্রতিনিধির সাথে বিজিবি ক্যাম্পে, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ কম্পেক্স এলাকার মধ্যে অবস্থিত স্থানীয় সরকারী অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে মুখোমুখি আলোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে গত ২০ জুন, ২০২৩ তারিখে স্থানীয় জনগণ, পাথর আমদানিকারক সংঘ, ট্রাক চালক, পাথর ভাঙ্গার মেশিনে কর্মরত নারী ও পুরুষ শ্রমিক, প্রকল্পের কার্যক্রমের জন্য প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় জনগোষ্ঠির প্রতিনিধি, এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী সুবিধাভোগীর প্রতিনিধি বৃন্দের সাথে মত বিনিময়সহ তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়।

৬. **সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সনাক্তকরণঃ** নির্মাণ কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে আশেপাশের জমির ব্যবহারের উপর সৃষ্ঠ প্রভাব, শব্দের তীব্রতার মান, বায়ুমানের পরিবর্তন, আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। ইহা ছাড়াও পানির ব্যবহার, পানির গুনগত মান এবং আশেপাশে অবস্থিত প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর সামান্যই প্রভাব পড়বে। নির্মাণ কালীন সময়ে পরিবেশের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি ভরাট বা উন্নয়ন; ভূমি খনন ও ভরাট; ভরাটের জন্য বালু বা মাটির ও বর্জ্য পদার্থের পরিবহণ; কর্তন এবং ছিদ্রকরণ, ঢালাই কার্যক্রম; ইস্পাত নির্মিত অবকাঠামো উড্ডয়ন; আভ্যন্তরীন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ; রঙীন ও মসৃন করা; অপ্রয়োজনীয় জিনিষ পরিস্কার করা; প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ; ভূমির সোন্দর্য্য বর্ধণ ও বনায়ন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও স্থানীয় জনগোষ্ঠির উপর বহিরাগত শ্রমিকদের প্রভাব কমাতে শ্রম ব্যবস্থাপনা ও শ্রম প্রবাহ পরিকল্পনা, শ্রমিকদের ব্যবহৃত ক্যাম্প প্রাঙ্গন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা হবে।

ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দরের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে সৃষ্ট সামাজিক ও পরিবেশের উপর প্রভাব এবং প্রকৃতি সনাক্ত করা হয়েছে। পরিবেশগত প্রভাব সনাক্তকরণ ও নিরসণের উপায় নির্ধারণের জন্য ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রমকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুত উৎপাদন, যানবাহন চলাচল, প্রশাসনিক কার্যক্রম, মালামাল পরিমাপ নির্ধারণ, মজুদ ও স্থানান্তর। বন্দরের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে বিদ্যমান সীমান্ত হাটের কার্যক্রমে যাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা (খালি জায়গা) রেখে বন্দরের বিভিন্ন অবকাঠামোর নক্সা প্রস্তুত করা হয়েছে। যেহেতু সীমান্ত হাটের কার্যক্রম সপ্তাহে মাত্র ২ দিন, তখন স্থল বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিচালনার সময়ে যানবাহণ চলাচলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রস্তাবিত পর্যটন এলাকা কেন্দ্রিক যানবাহন চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে, আমদানিকৃত মালামাল বহনকারী ট্রাকের স্থল বন্দরে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথ আলাদা করা হবে। স্থল বন্দরের চতুর্দিকে সুরক্ষিত সীমানা প্রাচীরের সাথে বনায়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ করা হবে যা পর্যটন এলাকার নান্দনিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবে এবং পর্যটকদের আকর্ষিত করবে। বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, ব্যাংক কর্মকর্তা, বিজিবি এবং পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য স্থল বন্দর এলাকার মধ্যে একটি আধুনিক মানের বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হবে। প্রাপ্ত ডাটা উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে স্থল বন্দর নির্মাণ কালীন সময়ে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদান সমূহগুলি-বায়ু দুষণ, শব্দ দুষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বন্দর ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্যবিধী ও দুর্ঘটনা, পানি দুষণ, শ্রমিক প্রবাহ, উচ্চ তাপমাত্রা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও হ্রাস, আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, নতুন ব্যাবসার সম্প্রসারণ, পারিবারিক ব্যায়, সামাজিক সৌন্দর্য, এবং অবকাঠামোগত সুবিধা।

৭. **পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা ও প্রতিকার ব্যাবস্থা পরিকল্পনা ঃ** ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দর ব্যবস্থাপকদের জন্য "ন্যুনতম ব্যয় ব্যবস্থাপনার" উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে অনুকূল ও পরিমিত ব্যয়ে প্রয়োজনীয় প্রভাব প্রতিকার ব্যবস্থা হিসেবে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছেঃ- নির্মাণ শুরুর আগে, নির্মাণ চলাকালীন সময়ে এবং বন্দরের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে।

প্রকল্পের এই পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রশমিত করা জন্য শুপারিশ মালা প্রনয়ণ করে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। মূল প্রতিবেদনের বর্ণনা করা পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনার ভিশনকে লক্ষ রেখে কার্য়ক্রম পরিচালনা করার জন্য স্থল বন্দর প্রশাসন/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা সেল গঠণ করবে।

৮. **দক্ষতা তৈরীঃ** ফলপ্রসূ ভাবে পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষার চাহিদাগুলোর কার্যকরী প্রয়োগের জন্য দক্ষতা তৈরীই হচ্ছে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) র একটি প্রধান উপাদান। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা সেল, সিএসসি এবং ঠিকাদারগণ সহ প্রকল্পের সকল স্তরের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজন। নির্মাণ কাজের স্থানে, সিএসসির নেতৃত্বে দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে, যদিও ঠিকাদারগণা তাদের নিজস্ব কর্মী এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে। দক্ষতা তৈরীর আওতায় রয়েছে সাধারণ পরিবেশগত ও সামাজিক সচেতনতা, এলাকার পরিবেশগত এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা এবং প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি)র প্রয়োজনীয়তা, স্বাস্থ্যসচেতনাতার বিভিন্ন দিক এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিষ্পত্তি। এছাড়াও নির্মাণ কাজের এলাকায় বিভিন্ন ধরণের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পরামর্শসমুহ মূল ইএসআইএ প্রতিবেদনে এ বর্ণনা করা হয়েছে।

৯. **প্রতিবেদন দলিল প্রস্তুত করাঃ** প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা (পিআইইউ)র হয়ে প্রকল্পের নির্মাণ তদারককারী পরামর্শক সংস্থা (সিএসসি) নির্মাণ চলাকালীন সময়ে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সব ধরণের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করবে এবং ঠিকাদারদের সহায়তায় পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা (ইএন্ডএস) সেল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রতিবেদন দলিল তৈরি করে প্রতি মাস শেষে, প্রতি তিন মাস অন্তর, প্রতি ছয় মাস অন্তর ও প্রতি বছর শেষে প্রকল্প পরিচালক বরাবর জমা দিবে। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর

কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে ভোলাগঞ্জ স্থল বন্দর ব্যবস্থাপকদের মধ্য থেকে কোন এক জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নিয়োগ দিবেন যিনি নিয়োমিত সংশ্লিষ্ঠ প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করবে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপকের চাহিদানুযায়ী প্রতিবেদন তৈরী করবে।

১০. **পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) বাস্তবায়নের ব্যয় নির্ধারণঃ** পরিবেশগত প্রভাব প্রশমন করতে প্রাক্কলিত বিশদ ব্যয় মূল ইএসআইএ প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে। শুধুমাত্র পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য মোট ব্যয় হবে ৯,২৭০,০০০.০০ টাকা। পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১০,৭৯০,০০০.০০ টাকা। এই ব্যয়টি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় তবে দরপত্র দলিল প্রস্তুতির সময় অন্তরভুক্ত করা হবে।

১১. **আকস্মিক বিপর্যয় মোকাবেলা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাঃ** স্থল বন্দরের জন্য প্রধানতম আকস্মিক বিপর্যয় দুই ধরণের। একটি হচ্ছে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক নিয়াগ ও বিপুল পরিমাণ আমদানিকৃত পদার্থের (লাইম ষ্টোন ও বোল্ডার) এর বিভিন্ন ভাবে সঠিক পরিমাপের ব্যবস্থা করা। সাধারণ বিপর্যয় হচ্ছে অগ্নি দুর্ঘটনা, যে কোন ধরণের বিস্ফোরণ, অকস্মাৎ বড় ধরণের পাথরের চাই নিচে পড়ে যাওয়া এবং যে কোন ধরণের পরিবেশ বিপর্যয়।

এই প্রকল্পের জন্য বিপজ্জনক পণ্যের অনিয়ন্ত্রিত নিঃসরণ, ধূলিকণা ও বায়ুদুষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অগ্নিদগ্ধ এবং আহতদের মোকাবেলা করার জন্য জরুরী পতিক্রিয়া নিরসন সিস্টেম প্রয়োজনীয় স্থানে স্থাপন করা হবে। উপরোক্ত দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহ যথাযথ পরিকল্পনা মাফিক প্রশিক্ষিত জরুরী প্রতিক্রিয়া দল যথাস্থানে প্রস্তুত থাকবে। দুর্ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে, প্রভাব প্রশমন করার জন্য ততক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভূমিকম্প একটি অনিশ্চিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় যার স্থায়িত্বকাল স্বল্প সময়ের জন্য হলেও, কিন্তু এর পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। স্থানীয় জনগণের মধ্যে আলোচিত তথ্য ও প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে দেখা যায় যে প্রকল্প এলাকাটি ভূকম্পীয় এলাকা-৪ এর মধ্যে পড়ে, যার ভূকম্পীয় সহগ ০.৩৬ জি এবং ভূমিকম্পের তীব্রতা উচ্চ ক্ষতি সম্পন্ন হতে পারে। মূল প্রতিবেদনে ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ সংযোজন করা হয়েছে।

১২. **অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়াঃ** বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ তার বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের জন্য একটি দুই স্তরের অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া (জিআরএম) চালু করেছে। যার একটি স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প এলাকার জন্য, অন্যটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয় কেন্দ্রিক। স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিতে সাতজন সদস্যদের মধ্যে বন্দরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তিনজন ঠিকাদারের নিযুক্ত কর্মচারী/শ্রমিক এবং তিনজন স্থানীয় জনগোষ্ঠির প্রতিনিধি যার মধ্যে একজন নারী প্রতিনিধি থাকবে। অভিযোগকারী যৌন হয়রানি/প্রতারণা/নির্যাতন সহ তার কোন সমস্যার কথা লিখিত বা মৌখিক ভাবে জানাতে পারবে। মৌখিক অভিযোগ জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্মকর্তার মোবাইল ফোন নম্বর ব্যবহার করা যেতে পারে। পোষ্ট অফিস বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে লিখিত অভিযোগ প্রেরণ করা যেতে পারে অথবা কোন ব্যক্তি প্রকল্প কার্যালয়ে রক্ষিত অভিযোগ বাক্সে অভিযোগ পত্র ফেলতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তা যৌন হয়রানি/প্রতারণা/নির্যাতন সহ বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ ও মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ঠ দক্ষ হতে হবে। সে অভিযোগের ধরণ নির্ধাবণ করবে এবং যথাযত প্রক্রিয়া অবলম্বন করে স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সেবা প্রদানকারী সংস্থার গোচরীভূত করবে। অভিযোগ গুলি প্রকল্পের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অথবা সাধারণ অভিযোগ (পারিবারিক সহিংসতা) কিনা তার ধরণ নির্ধারণ সহ প্রতিকার ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি রাখবে। যৌন হয়রানি/প্রতারণা/নির্যাতন সহ বিভিন্ন অভিযোগ গহণ, প্রতিকার ও নিরসণের ব্যাপারে সেবাদানকারী সংস্থার সাথে তথ্য আদান প্রদানের সময়ে কমিটি অভিযুক্ত ও নির্যাতিতের সংশ্লিষ্ট তথ্য যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দায়িত্বশীল আচারণ করবে। অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া বিআরসিপি-১ প্রকল্পে বিদ্যমান বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত জিবিভি কর্ম পরিকল্পনার অংশ। এছাড়াও বোধগম্য ভাষায় সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণা ও প্রচারপত্র প্রস্তুত এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠি ও সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ। অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ মূল প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৩. **উপসংহার ও সুপারিশ সমুহঃ** এই প্রতিবেদনের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে, প্রকল্পের সাথে জড়িত সম্ভাব্য তবে সীমিত যে পরিবেশের প্রভাব তা কমাতে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সতর্কতার সাথে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

প্রস্তাবিত প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থাগুলির বাস্তবায়ন বিবেচনায় রেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবগুলো গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকবে। জনগণের পরামর্শ এবং প্রকল্পের এলাকাকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শগুলি হালনাগাদকৃত প্রকল্প পরিকল্পনা বা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।